প্রথম আলো

তারিখ 27 APR 2015
পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৬

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

যৌন নিপীড়নের বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

পয়লা বৈশাখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের ঘটনার বিচারের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষক লাউঞ্জে 'শিক্ষক-শিক্ষার্থী ঐক্য মঞ্চ'-এর ব্যানারে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্য মঞ্চের কর্মী দীপাঞ্জন সিদ্ধান্ত। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, নিপীড়নবিরোধী সেল মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নানা রকম হয়রানি করছে। এ ছাড়া প্রক্টরের দায়িত্বে অবহেলা ও নিপীড়নবিরোধী সেলের পক্ষপাতমূলক আচরণ বিচার-প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে পাঁচ দফা দাবি ঘোষণা করা হয়। দাবিগুলো হলো, নিপীড়কদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার ও ফৌজদারি আদালতে মামলা করা, নিপীড়নের শিকার শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, প্রক্টরের দায়িত্ব থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অব্যাহতি নেওয়া এবং ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত আলো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

সংবাদ সম্মেলনে তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচির মধ্যে আজ সোমবার রয়েছে 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর'-এর ব্যানারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমাবেশ, কাল মঙ্গলবার গণসংযোগ ও প্রচারণা এবং বুধবার প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবস্থান ও সমাবেশ।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে দর্শন বিভাগের শিক্ষক এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, রায়হান রাইন, সৈয়দ নিজার আলম, নৃবিজ্ঞান বিভাগের রেজোয়ানা করিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পয়লা বৈশাখের দিন সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের পাঁচ নেতা-কর্মীর হাতে যৌন নিপীড়নের শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আদিবাসী ছাত্রী। এ ঘটনায় উপাচার্য ও প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ওই ছাত্রী। অভিযোগটি এখন যৌন নিপীড়নবিরোধী সেলে তদন্তাধীন রয়েছে।